ভোরের কাগজ

21

তারিখ FEB. 29 2000
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

গ্রাহকদের ঘাড়ে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতে বাড়তি ৫০ পয়সা

অনুমাননির্ভর হিসাব, দুর্নীতি-সিস্টেম লসের খেসারত

এনায়েত কবীর : হিসাবরক্ষণের সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় বিশ্লেষণ ছাড়াই অস্পষ্ট ও অনুমাননির্ভর পদ্ধতিতে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত মূল্য চাপিয়ে দিচ্ছে। একই কারণে পিডিবির নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নেই। ফলে বিদ্যুতের ভোক্তাদেরকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য কমপক্ষে গড়ে দশমিক ৫০ টাকা বাড়তি গুনতে হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ধারণা পাওয়া গেছে। পিডিবি সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা পুরোপুরি অবাণিজ্যিক। কেন্দ্রগুলোতে পৃথকভাবে সম্পদের অবচয় ও ঋণের সুদ বিবেচনায় নিয়ে হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রমতে, এ কারণে পৃথক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর লাভক্ষতি নির্ধারণের কোনো সুযোগ নেই। প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় এবং অবচয় ও ঋণের সুদের প্রকৃত হিসাব না থাকায় অনুমানের ভিত্তিতে পিডিবি বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি পিডিবি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিলেও আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ করার উদ্যোগ নেয়নি। কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমানের ভিত্তিতে স্থাপনা ব্যয়, স্থাপনার অবচয়, ঋণের সুদ বিবেচনায় নিয়েই উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। যে কারণে পৃথকভাবে কেন্দ্রগুলোর প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় ও আয় কতো তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে কেন্দ্রগুলোতে আয় থেকেই সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং লাইফটাইম (আয়ুষ্কাল) শেষে নতুন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করার কোনো প্রক্রিয়া এ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঐ ইউনিটের কাছ থেকে পিডিবি প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ ১ দশমিক ৫৩ টাকায় কিনবে। ঐ ১ দশমিক ৫৩ টাকাকেই হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয় হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, স্থাপনার অবচয় ও ঋণের সুদ বিবেচনায় না নিয়েই ঐ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পিডিবির গত ২০ ডিসেম্বরের বোর্ডসভার সিদ্ধান্তক্রমে অবচয় ও সুদ পরে হরিপুরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হবে। একাধিক বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে কখনোই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়নি। উৎপাদন ও পরিচালন ব্যয়ের সঙ্গে অবচয় ও ঋণের সুদ বিবেচনায় না নেওয়ায় হিসাব সংরক্ষণে গলদ থেকে গেছে। যে কারণে দেখা গেছে একটি বিদ্যুৎ প্লান্ট ২০ বছর চালানোর পরও এমন কোনো তহবিল গড়ে ওঠেনি যা থেকে লাইফটাইম শেষ হলে নতুন প্লান্ট প্রতিস্থাপন করা যায়।

একাধিক ব্যয় বিশ্লেষকের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ অযৌক্তিক বলে মত পাওয়া গেছে। পিডিবি অনুমানের ভিত্তিতে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুতের উৎপাদন মূল্য ২ দশমিক ২২ টাকা বলে দাবি করে থাকে। এখন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষকে (ডেসা) ১ দশমিক ৮৩ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডকে (আরইবি) ১ দশমিক ৭৮ টাকায় পিডিবি বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। পিডিবির দাবি অনুযায়ী বিদ্যুতের এই মূল্যের কারণে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এ ছাড়া পিডিবি তার নিজস্ব গ্রাহকের কাছে ২ দশমিক ৫৫ টাকায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রি করছে। ডেসা এবং আরইবিও সঞ্চালন ও পরিচালন ব্যয় যুক্ত করে পিডিবির কাছ থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকের কাছে বিক্রি করছে।

কিন্তু পিডিবি ইতিমধ্যে মার্কিন কোম্পানি এইএস-এর সঙ্গে ১ দশমিক ৪০ টাকায় (২ দশমিক ৭৩ মার্কিন সেন্ট) প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য চুক্তি করেছে। জানা গেছে, এইএস-এর বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রকৃত ব্যয় হবে ১ টাকারও নিচে। সেক্ষেত্রে পিডিবির উৎপাদন ব্যয় ২ টাকার উপরে হওয়ার কোনো কারণ নেই। বেশি স্থাপনা ব্যয়, সিস্টেম লস এবং দুর্নীতির হিসাব গোপন করতেই পিডিবি এখনো অনুমানের ভিত্তিতে ব্যয় নির্ধারণ করছে বলে সংশ্লিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করেছেন।

২২ শতাংশ সিস্টেম লসের কারণে গ্রাহকদেরকে প্রতি ইউনিটে অতিরিক্ত দশমিক ৫৬ টাকা দিতে হচ্ছে। সম্প্রতি রুরাল পাওয়ার কোম্পানিকে দেওয়া একাধিক চিঠিতে তারা বিদ্যুতের উৎপাদন মূল্য ১ দশমিক ৫০ টাকার ওপরে হতে

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম

গ্রাহকদের ঘাড়ে বাড়তি ৫০ পয়সা

● প্রথম পাতার পর

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রমতে, ১ দশমিক ৫০ টাকার সঙ্গে দশমিক ১৫ টাকা সঞ্চালন ও দশমিক ২৫ টাকা পরিচালন ব্যয় যুক্ত করলেও বিদ্যুতের প্রকৃত মূল্য দাঁড়ায় ১ দশমিক ৯০ টাকা। নানা কারণে বিদ্যুতের ভোক্তারা প্রতি ইউনিটে কমপক্ষে দশমিক ৫০ টাকা অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য হচ্ছেন বলে মত পাওয়া গেছে।

সূত্রমতে, দুর্নীতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়ভার শেষ পর্যন্ত গ্রাহকদের ঘাড়েই এসে পড়ছে। দফায় দফায় বিদ্যুতের মূল্য বাড়ছে অযৌক্তিকভাবে। বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করা হলে বিদ্যুতের মূল্য বরং আরো কমে যাবে। কেন্দ্রগুলোকেও লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে পৃথক ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ সরকার বিবেচনায় নিয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনেকেই মনে করেন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে আঞ্চলিক সঞ্চালনের দায়িত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা হলে হিসাব সংরক্ষণে স্বচ্ছতা বাড়বে।